"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলো তাহলে তোমাদের সব ভান্ডার ভরপুর হয়ে যাবে, তোমাদের ভাগ্য উন্নত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - এই কলিযুগে কোন্ জিনিসের দেউলিয়া হয়ে গেছে? দেউলিয়া হওয়াতে এ'গুলির কি গতি হয়েছে?

*উত্তরঃ - কলিযুগে পবিত্রতা, সুখ ও শান্তির দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাই ভারত সুখধাম থেকে দুঃখ ধাম, হীরে থেকে কড়িতে পরিণত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ খেলাটি ভারতকে নিয়ে। খেলার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান এখন বাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন। ভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা-ই এই জ্ঞানকে ভালো ভাবে বুঝতে পারবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। কোন্ ভগবান ? ভোলানাথ শিব ভগবানুবাচ। বাবাও বোঝান, টিচারের কাজও হলো বোঝানো। সদ্গুরুর কাজও হলো বোঝানো। শিববাবাকেই সত্য পিতা, ভোলানাথ বলা হয়। শঙ্করকে ভোলা বলা হবে না। তার বিষয়ে তো বলা হয় চোখ খুলতেই সৃষ্টি ভস্ম করে দিয়েছেন। ভোলা ভাণ্ডারী শিবকে বলা হয় অর্থাৎ ভান্ডার ভরপুর করেন যিনি। কোন্ ভান্ডার ? ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তির। বাবা তো এসেছেন কেবল পবিত্রতা-সুখ-শান্তির ভান্ডার ভরপুর করতে। কলিযুগে পবিত্রতা-সুখ-শান্তি দেউলিয়া হয়েছে। কারণ রাবণ অভিশাপ দিয়েছে। সবাই শোক বাটিকায় কান্নাকাটি হাহাকার করে। ভোলানাথ শিব বসে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন অর্থাৎ বাচ্চারা তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। ড্রামার কথা তো আর কেউ জানেনা। মায়া একেবারে অবুঝ করে দিয়েছে। ভারতেরই এ হলো হার-জিত, দুঃখ-সুখের নাটক। ভারত হীরের মতো সলভেন্ট (সমৃদ্ধশালী) ছিল, এখন কড়ির মতো হয়ে গেছে। ভারত সুখধাম ছিল, এখন দুঃখ ধাম হয়েছে। ভারত হেভেন ছিল, এখন হেল বা নরক হয়েছে। নরক থেকে আবার স্বর্গে পরিণত হয় কিভাবে, তারই আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান, জ্ঞানসাগর ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারেনা। বুদ্ধিতে এই কথাটি নিশ্চয়ই থাকা উচিত। নিশ্চয় তাদের থাকে যাদের ভাগ্য উদয় হয়, যারা সৌভাগ্যশালী হবে। দুর্ভাগ্যশালী তো সবাই। দুর্ভাগ্য শালী অর্থাৎ ভাগ্য খারাপ হওয়া। যারা ভ্রষ্টাচারী ছিল, বাবা এসে তাদেরকেই শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন। কিন্তু সেই পিতাকে বোঝা খুব কঠিন কারণ তাঁর কোনো দেহ নেই। সুপ্রীম আত্মা কথা বলছেন। পবিত্র আত্মারা সত্যযুগে থাকে। কলিযুগে সবাই হল পতিত। অনেক মনস্কামনা নিয়ে জগৎ অম্বার কাছে যায়, কিছুই জানেনা, তবুও বাবা বলেন - যে যে যেমন-যেমন ভাবনা নিয়ে পূজা অর্চনা করে তাদের অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর ফল আমি প্রদান করি। জড় মূর্তি কখনও ফল প্রদান করতে পারেনা। ফল প্রদানকারী, অল্পকালের সুখ প্রদানকারী আমি এবং বেহদের সুখদাতাও আমি। আমি দুঃখ দাতা নই। আমি তো হলাম দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। তোমরা এসেছ সুখধামে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে। এর জন্য অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বাবা বোঝান আদি-তে হলো সুখ, মধ্য-তে ভক্তিমার্গ শুরু হয় অর্থাৎ সুখ পুরো হয়ে দুঃখ শুরু হয়। তারপরে দেবী-দেবতা বাম মার্গে, বিকারী মার্গে গমন করেন। যেখান থেকে ভক্তি শুরু হয়। সুতরাং আদি-তে হয় সুখ, মধ্যে দুঃখ শুরু হয়। অন্তে তো অতি দুঃখ থাকে। বাবা বলেন এখন সকলের শান্তি, সুখদাতা হলাম আমি। তোমাদের সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপযুক্ত করছি। বাকি সবাই হিসেব নিকেশ মিটিয়ে শান্তি ধামে চলে যাবে। সাজা তো অনেক ভোগ করবে। ট্রাইব্যুনাল বসে। বাবা বোঝান কাশীতে নিজেকে বলিদান করা হত। কাশী কলবটের কথা বলা হয় তাই না! (কাশীতে একটি কুঁয়া আছে, যেটা ধারালো ছুরিতে পূর্ণ, পাপ করলে ওখানে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহূতি দিত, বর্তমানে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে)। এবারে কাশীতে আছে শিবের মন্দির। সেখানে ভক্তি মার্গে ভক্তরা শিববাবার স্মরণে থাকে। তারা বলে - ব্যস্, এবারে আপনার কাছে ফিরবো। চোখের জল ফেলে শিবের কাছে বলি চড়ে তো অল্পকাল ক্ষণ ভঙ্গুর অল্প মাত্রায় ফল প্রাপ্ত করে। এখানে তোমরা আত্মাহূতি দাও অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় শিববাবার আপন হও ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য। জীবঘাত বা আত্মঘাতী হওয়ার ব্যাপারই নেই। জীবিত থেকেই বাবা আমি তোমার হলাম। তারা তো শিবের উদ্দেশ্যে বলিদান দেয় (প্রাণ ত্যাগ করে), মরে যায়, ভাবে আমরা শিববাবার আপন হয়ে যাই। কিন্তু তা তো হয়না। এখানে তো জীবিত অবস্থায় বাবার আপন হয়ে, বাবার কোলে এসে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই শ্রেষ্ঠ দেবতা স্বরূপে পরিণত হতে পারবে। তোমরা এখন পরিণত হচ্ছ। কল্প কল্প তোমরা এই পুরুষার্থ করেছো। এইসব কোনো নতুন কথা নয়।

দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে। তাহলে নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া চাই তাইনা ! ভারত নতুন সুখধাম ছিল, এখন পুরানো দুঃখ ধাম

হয়ে গেছে। মানুষ এতই পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে যে এ কথাটিও বুঝতে পারছে না যে - সৃষ্টি হল একটাই । সৃষ্টি শুধু নতুন ও পুরানো হয়। মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে একেবারেই তুচ্ছ বুদ্ধি করে দিয়েছে, তারজন্যেই তো অক্যুপেশন না জেনেই দেবতাদের পূজা অর্চনা করতে থাকে, একেই বলে ব্লাইন্ড ফেইথ (অন্ধ বিশ্বাস) । দেবীদের পূজায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে, তাঁদের পূজা করে ভোজন করিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়, তো পুতুলের পূজা হল কিনা। এতে কি লাভ? কত ধুমধাম করে আয়োজন করা হয়, খরচ করা হয়, এক সপ্তাহ পরে যেমন শ্মশানে কবর দেওয়া হয় ঠিক সেইরকম সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ভগবানুবাচ - এ হলো আসুরীক সম্প্রদায়ের রাজত্ব, আমি তোমাদের দৈবী সম্প্রদায়ের বানাই। কারো বিশ্বাস হওয়া সহজ নয় - কারণ বাবাকে সাকারে দেখা যায়না। আগা খাঁ সাকারে ছিলেন তাই ওনার অনেক ফলোয়ার্স ছিল, ওনাকে সোনা হীরে দিয়ে ওজন করা হত। এতখানি মহিমা বাদশাহেরও হয়না। অতএব বাবা বোঝান - একেই অন্ধ শ্রদ্ধা বলা হয়। কারণ স্থায়ী সুখ তো নেই, তাইনা ! অনেক খারাপ লোক থাকে, বড় লোকের দ্বারা বড় পাপ হয়। বাবা বলেন আমি হলাম গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। গরীবের দ্বারা অত পাপ হবেনা। এই সময় সবাই হল পাপ আত্মা। এখন তোমরা বেহদের বাবাকে পেয়েছো তবুও ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে ভুলে যাও । আরে, তোমরা হলে আত্মা, তাইনা ! আত্মাকে কেউ কখনও দেখেনি। জানে আত্মা স্টার সম, দুই ভ্রু-যুগলের মাঝখানে থাকে। যখন আত্মা বেরিয়ে যায় তখন শরীর শেষ হয়ে যায়। আত্মা হলো স্টারের মতো, তো নিশ্চয়ই আত্মার পিতা অর্থাৎ আমাদের পিতা আমাদের মতোই হবেন। কিন্তু তিনি হলেন সুখের সাগর, শান্তির সাগর। নিরাকার সম্পদের উত্তরাধিকার প্রদান করবেন কীভাবে? নিশ্চয়ই ভ্রুকুটির মধ্যিখানে এসে বসবেন। আত্মা এখন জ্ঞান ধারণ করে দুর্গতি থেকে সদগতিতে যায়। এখন যে করবে সে পাবে। বাবাকে স্মরণ না করলে উত্তরাধিকারও পাবে না। কাউকে নিজ সম উত্তরাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য করে না তুললে, ধরে নেওয়া হবে পাই-পয়সার পদ পাবে। শ্রেষ্ঠাচারী ও ভ্রষ্টাচারী কাকে বলা হয়, এই কথা বাবা বসে বোঝান। ভারতেই শ্রেষ্ঠাচারী দেবতারা ছিলেন। গায়নও করে হেভেনলি গড ফাদার .... কিন্তু জানেনা যে হেভেনলি গড ফাদার কবে এসে সৃষ্টিকে হেভেন করেন। তোমরা জানো, শুধু পুরোপুরি পুরুষার্থ করছো না। সবই ড্রামা অনুসারে হবে, যার ভাগ্যে যতটুকু আছে। বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো বাবা চট করে বলে দিতে পারেন যে এই আচার-আচরণের দ্বারা। যদি তোমাদের শরীর ত্যাগ হয় তো অমুক পদ প্রাপ্ত করবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা বুঝতে পারে আমরা কতজনের অন্ধের লাঠি হয়েছি অর্থাৎ কতজনকে পথ বলে দিয়েছি? বাবাও বুঝতে পারেন - এই আত্মা ভালো পদ প্রাপ্ত করবে, এই বাচ্চা কিছুই সার্ভিস করেনা তাই সেখানে দাস-দাসী পদ পাবে। সাফাইয়ের কর্মে নিযুক্ত, কৃষ্ণের লালন পালনে নিযুক্ত, মহারানীর শৃঙ্গারে নিযুক্ত দাস-দাসীরাও তো হয় তাইনা। তারা হলেন পবিত্র রাজা, এরা হল পতিত রাজা। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের মন্দির বানিয়ে তাঁদের পূজা করে। যদিও জানে না কিছুই।

বিরলা মন্দির কত বিশাল। লক্ষ্মী নারায়ণের কত মন্দির বানায়, কিন্তু জানে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণ কে? তাতে তাদের কতটুকু লাভ হয়েছে? অল্পকালের সুখ। জগৎ অম্বার কাছে যায়, একথা তো জানেনা যে জগৎ অম্বার লক্ষ্মী রূপ ধারণ হয়। এই সময় তোমরা জগৎ অম্বার কাছ থেকে সব মনস্কামনা পূর্ণ করছো। বিশ্বের রাজত্ব নিচ্ছো। জগৎ অম্বা তোমাদের পড়াচ্ছেন। তিনিই লক্ষ্মী হবেন। যাঁর কাছে বছর বছর ভিক্ষা চাওয়া হয়। কতটা তফাৎ আছে ! লক্ষ্মীর কাছে প্রতি বছর টাকা পয়সার ভিক্ষা চাওয়া হয়। লক্ষ্মীকে এমন বলা হয়না সন্তান চাই বা সুস্বাস্থ্য চাই । না, লক্ষ্মীর কাছে শুধু ধন চাওয়া হয়। নামই হল লক্ষ্মী পূজা। জগৎ অম্বার কাছে অনেক কিছু চাওয়া হয়। তিনি সর্ব কামনা পূর্ণ করেন। এখন তোমরা জগৎ অম্বার কাছে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। লক্ষ্মীর কাছে প্রতি বছর ধন সম্পদ রূপী ফল প্রাপ্ত হয়, তবে তো প্রতি বছর পূজা করে। ভাবে ধনদেবী ধন দেবেন। সেই ধন দিয়ে পাপ কর্ম করে। ধন প্রাপ্তির জন্যেও পাপ করে।

এখন বাচ্চারা তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত করে থাকো, যার দ্বারা তোমরা সম্পদশালী হয়ে যাবে। জগৎ অম্বার কাছে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সেখানে পাপ হয়না। কত কিছু বোঝার বিষয় রয়েছে । কেউ ভালোভাবে বোঝে, কেউ তো কিছুই বোঝে না, কারণ ভাগ্যে নেই। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে না ফলে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। তারপর পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে - এ'কথা বুঝতে হবে। গড ফাদার হেভেনলি কিংডম (স্বর্গের রাজত্ব) স্থাপন করছেন তারপরে ভারত স্বর্গে পরিণত হবে। একেই বলা হয় কল্যাণকারী যুগ। এ হল বড়জোর ১০০ বছরের যুগ। অন্য সব যুগ হলো ১২৫০ বছরের। আজমির শহরে বৈকুণ্ঠের মডেল দেখানো হয়, দেখানো হয়েছে স্বর্গ কেমন হয়। স্বর্গ তো নিশ্চয়ই এখানেই হবে তাই না ! একটুও যদি শুনে নেয় তাহলেই স্বর্গে আসবে, কিন্তু পড়া না করলে হবে বনবাসী। প্রজাও তো নম্বর অনুসারে হয়, তাই না ! কিন্তু সেখানে গরিব, ধনী সবারই সুখ থাকে। এখানে তো আছে শুধুই দুঃখ। ভারত সত্যযুগে সুখধাম ছিল, কলিযুগে হয়েছে দুঃখধাম। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হবে। গড হলেন এক। ওয়ার্ল্ডও একটি। নতুন ওয়ার্ল্ডে প্রথমে হল ভারত। এখন ভারত পুরানো হয়েছে, পুনরায় নতুন হতে হবে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এইভাবেই রিপিট

হতে থাকে আর এই কথা কেউ জানেনা। সবাই তো একরকম হয়না। পদ মর্যাদা তো ওখানেও থাকবে। সেখানে সিপাহী থাকবে না, কারণ সেখানে ভয়ের কিছুই থাকে না। এখানে তো ভয় আছে, তাই সিপাহী ইত্যাদি রাখা হয়। ভারতকে বিভাজিত করা হয়েছে। সত্যযুগে পার্টিশন হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের একচ্ছত্র রাজত্ব থাকে। কোনো পাপ হয়না। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার কাছ থেকে সদা সুখের উত্তরাধিকার নাও, আমার মতানুযায়ী চলো। সদগতির মার্গ একমাত্র বাবা-ই দেখান। এ হলো শিব শক্তি সেনা, যারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে। তারা তন-মন-ধন সব সেবায় নিয়োজিত করে। বাপুজি (গান্ধীজি) খ্রীষ্টানদের তাড়িয়ে ছিলেন, সেসবও ড্রামায় ছিল। কিন্তু তাতে সুখ প্রাপ্ত হয়নি। এটা পাবে, সেটা হবে .... । প্রাপ্ত তো হবে শুধুমাত্র বাবার কাছ থেকেই । বাকি সব তো শেষ হয়ে যাবে। বলা হয় বার্থ কন্ট্রোল করো, তার জন্য কত বুদ্ধি খাটানো হয়, কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় না। এখন যদি একটু ছোট খাটো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলেই ফেমিন (আকাল) পড়ে যাবে। একে অপরের সাথে মারামারি লেগে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) জীবিত অবস্থায় বাবার কাছে বলি চড়তে হবে অর্থাৎ বাবার আপন হয়ে বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। নিজ সম বানানোর সেবা করতে হবে।

২ ) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে জগৎ অম্বা সম সকলের মনস্কামনা পূরণকারী হতে হবে।

*বরদানঃ-* সেবাতে সদা সহযোগী হয়ে সহজযোগের বরদান প্রাপ্তকারী বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব

ব্রাহ্মণ জীবন হলো বিশেষত্ব সম্পন্ন জীবন। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ সহজযোগী ভব-র বরদান প্রাপ্ত করা। এটাই হলো এই জন্মের সবথেকে প্রথম বরদান । এই বরদানকে বুদ্ধিতে সদা স্মরণে রাখা - এটাই হলো বরদানকে জীবনে নিয়ে আসা। বরদানকে কায়েম রাখার সহজ বিধি হলো - সকল আত্মাদের প্রতি বরদানকে সেবাতে লাগানো । সেবাতে সহযোগী হওয়াই হলো সহজযোগী হওয়া। সুতরাং এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে বিশেষত্ব সম্পন্ন হও ।

*স্লোগানঃ-* নিজের মস্তকের মণির দ্বারা নিজের স্বরূপ আর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের সাক্ষাৎকার করানোই হলো লাইট হাউস হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;